তারিখ ... 07 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

সংবাদ

### জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স

# পাঠদানে মান নয় কোর্স শেষ করাতেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স পাঠদানে মান রক্ষা বা বৃদ্ধি নয়, তড়িঘড়ি কোর্স শেষ করার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সেশনজটে নাকাল বিশ্ববিদ্যালয়কে জটমুক্ত করতে ১০ মাসের আগেই শিক্ষাবর্ষ সম্পন্ন করছে জাবি প্রশাসন। এটিকে বলা হচ্ছে– ক্রাশ প্রোগ্রাম। অনার্স ও মাস্টার্সের খাতা মূল্যায়নে চিরায়ত রীতি ভেঙে একক পরীক্ষক দিয়েই তা করা হচ্ছে। দুজন বা তিনজন পরীক্ষকের মাধ্যমে খাতা মূল্যায়নের প্রথা বাতিলের কারণে পাসের হার বাড়লেও শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটছে না বলে পরীক্ষক ও শিক্ষকরা মনে করছেন।

ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাসুমে রাব্বানী খান সংবাদকে বলেন, 'সেশনজট কমানোর নামে সিলেবাস শেষ না করে ৯/১০ মাসেই সেমিস্টার পরীক্ষা নিচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যাকে প্রি-ম্যাচিউড (অপরিপক্ব) পরীক্ষা বলা যায়। এটি উচ্চ শিক্ষা বিকাশের অন্তরায়। এতে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত শিক্ষাবর্ষে অনার্স-মাস্টার্স পাস করছে, কিন্তু তাদের মেধার বিকাশ নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।'

তবে এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. বদরুজ্জামান সংবাদকে বলেন, 'আমাকে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নিতে বলে, আমি পরীক্ষা নিই। কোর্স সম্পন্ন হচ্ছে কিনা সেটা আমি বলতে পারবো না।' ক্রাশ প্রোগ্রামের বিষয়ে তিনি বলেন, 'এটা তো পার্মানেন্ট (স্থায়ী) পদক্ষেপ নয়। এটা সাময়িক। এ বিষয়ে আমরা বহুবার ব্যাখ্যা দিয়েছি।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাতারাতি সেশনজট নিরসনে ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) কর্তৃপক্ষ। এই প্রোগ্রামের আওতায় ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে। ক্রাশ প্রোগ্রামের অধীনে ক্লাস শুরু থেকে পরীক্ষা পর্যন্ত ১০ মাস সময় পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। পরীক্ষা বাদে একাডেমিক কার্যক্রমের সময় থাকছে আট মাস। জাবি অধীভুক্ত কলেজগুলোতে অসংখ্য কোর্স থাকায় বছর জুরেই ন্যূনতম ১০ ধরনের পরীক্ষা চলে। কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতা ও অবকাঠামো সংকটের কারণে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কলেজগুলোতে শ্রেণী কার্যক্রম নিয়মিত হয় না। এক্ষেত্রে সরকারি কলেজের অবস্থা খুবই করুণ।

এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা, নবীন বরণ, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজনসহ নানা ধরনের ছুটি থাকে। এই ধরনের অনুষ্ঠানের কারণে কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত থাকছে শিক্ষার্থীরা।

তিতুমীর সরকারি কলেজের চতুর্থ বর্ষের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমরা সবাই চাই- সেশনজট হ্রাস পাক। কিন্তু

পাঠদানে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

## পাঠদানে : মান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেশনজট থেকে রক্ষার নামে না পড়িয়েই একের পর এক পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে আমাদের, গণহারে সনদ ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে– এটা তো আমরা চাইনি। ১২ মাসের পরিবর্তে ৯ মাস শিক্ষাবর্ষ ধরে নিয়ে এখন চার মাসও ক্লাস হচ্ছে না।'

এ বিষয়ে রাজধানীর হাবীবুল্লাহ বাহার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ আবু বকর চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে বলছে আমরা সেভাবে পরীক্ষা নিতে বাধ্য। তারা সেশনজট কমানোর জন্য শিক্ষাবর্ষের সময় কমিয়ে ৯/১০ মাস করেছে। আমরাও সেভাবেই শিক্ষার্থীদের পড়ানোর চেষ্টা করছি।'

ঢাকা কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস শিকদার সংবাদকে বলেন, 'জাবিতে এখন কোন শিক্ষার্থী নেই। সবাই পরীক্ষার্থী। এদের খাতা মূল্যায়ন করতে করতে আমরা কাহিল। ক্লাস না নিয়েই আমাদের পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। ২০০টি খাতা দিয়ে আমাদের মাত্র ১৫ দিন সময় দেয়া হচ্ছে মূল্যায়নের জন্য। আগে দুজন পরীক্ষকের মাধ্যমে অনার্স-মাস্টার্সের খাতা দেখা হতো। এখন একজন দিয়েই খাতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আবার এক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের বিল (সম্মানী) পেতে আরেক বছরের পরীক্ষা এসে যাচ্ছে।'

### প্রশ্নবিদ্ধ উচ্চশিক্ষার মান

জাবির অধীনস্থ কলেজ থেকে পাস করা স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে। এতে সরকারি কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকা, গবেষণার অভাব, নিয়মিত ক্লাস না হওয়াসহ নানা সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। জাবিকে একটি পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে সেখানে কেবলমাত্র মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার সুপারিশ করেছে মঞ্জুরি কমিশন।

ক্রাশ প্রোগ্রামেই বিপত্তি

ঘোষিত ক্রাশ প্রোগ্রাম নিয়ে বেশ বেকায়দায় পড়েছে জাবি। সিডিউল বা সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা নিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষার সূচি ঘোষনা করার পরই তাতে বিপত্তি ঘটছে, বন্ধ থাকছে ক্লাশ। সময়মতো পরীক্ষা হচ্ছে না, আবার ক্লাসও বন্ধ থাকছে। একের পর এক পরীক্ষার ক্লান্তিতে শিক্ষকদের মধ্যেও হতাশা বিরাজ করছে।

ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (পাস) পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ২০১৫ সালের মে মাসে। আর দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল ২০১৫ সালের জুনে এবং পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ২০১৬ সালের মার্চে। এই সূচি অনুযায়ী তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা হওয়ার কথা ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে।

কিন্তু প্রথম বর্ষের পরীক্ষা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী নিতে পারেনি জাবি। এই পরীক্ষা হয়েছিল গত বছরের ১৯ নভেম্বর। আগাম ঘোষিত ক্রাশ প্রোগ্রাম অনুযায়ী এখন দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা নেয়া হলে শিক্ষার্থীদের এক বছরের পড়া শেষ করতে হবে মাত্র চার বা পাঁচ মাসে। এই সূচি বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক সিলেবাসই অপঠিত থেকে যেতে পারে বলে শিক্ষকরা আশঙ্কা করছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ প্রায় ২ হাজার ১৫০টি কলেজ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২১ লাখ শিক্ষার্থী বিএ (পাস কোর্স), অনার্স, মাস্টার্স ও সমমানের বিভিন্ন কোর্সে পাঠলাভ করছে। মোট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেবল সরকারি ২৮৪টি কলেজে (অনার্স ও মাস্টার্স) অধ্যয়ন করে ১৩ লাখ শিক্ষার্থী। এছাড়া ১৮টি সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় ৫৬ হাজার। সবমিলিয়ে দেশের মোট ৩০২টি সরকারি কলেজে শিক্ষার্থী রয়েছে ১৩ লাখ ৫৬ হাজার ৯৬২ জন। এসব শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১২ হাজার ৯২৬ জন।

### প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করতে গিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সব সরকারি ও বেসরকারি কলেজকে সংশ্লিষ্ট এলাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়ার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন হলে জাবির ওপর চাপ কমার পাশাপাশি লেখাপড়ার মান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিতে পারতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরুও করেছিল, কিন্তু জাবি কর্তৃপক্ষের অনীহার কারণে এই প্রক্রিয়া থেমে যায়।

জানা গেছে, প্রতি বছর ২১ লাখ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, ফরম পূরণসহ নানা খাতে মোটা অঙ্কের অর্থকড়ি আদায় করে জাবি। সরকারি কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে হাতছাড়া হলে আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস বন্ধ হয়ে যাবে– এমন আশঙ্কায় উপার্জন ও কর্তৃত্ব কমে যাওয়াসহ নানা অজুহাতে সরকার প্রধানের ওই নির্দেশনা বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছে।